



# শিখনের গল্প



Save the Children

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সেভ দ্য চিলড্রেন ও এর সহযোগী সংস্থা-ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক), আরডিআরএস বাংলাদেশ, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক), ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি) ও জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন শিখন কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০৭ সাল থেকে বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া ও লাখেরও বেশি সুবিধাবঞ্চিত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, দুবাই কেয়ারস্, আইকিয়া ফাউন্ডেশন ও শেভরনের আর্থিক সহায়তায় সেভ দ্য চিলড্রেন শিখন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

শিখন কর্মসূচি বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের উপানুষ্ঠানিক স্কুলের মাধ্যমে ৪ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করেছে। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকা যেখানে স্কুল নেই সেখানে ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা নিশ্চিত করে সরকারি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে। উপরন্তু, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিখন ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করে স্কুল সময়ের পর পিছিয়ে পড়া শিশুদের আনন্দময় শিখন নিশ্চিত করেছে।

বিগত ১০ বছরে শিখন কর্মসূচির অনেক সাফল্য রয়েছে। সরকার, সহযোগী সংস্থা, অভিভাবক ও কমিউনিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার এই সফল আয়োজন সম্ভব হয়েছে। তাদের কাছে আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা। শিখন কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী সহায়তায় নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনীর নিরন্তর প্রচেষ্টার ফসল এই অর্জন।

এই সাফল্যের কিছু গল্প এই পুস্তিকাতে তুলে ধরা হলো, যা পাঠক পড়ে অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে যেসব সহকর্মী মাঠ থেকে এই গল্পগুলি তুলে এনেছেন এবং যারা এটিকে আনন্দ পাঠে পরিণত করেছেন। এসব জীবন্ত গল্পের সব চরিএই তাদের জীবনে সাফল্য নিয়ে আসুক - এই আমাদের প্রত্যাশা।

তালাৎ মাহমুদ  
কর্মসূচি পরিচালক  
শিখন কর্মসূচি  
সেভ দ্য চিলড্রেন





## শিখনের গল্প

© সেভ দ্য চিলড্রেন

সম্পাদনা	তালাৎ মাহমুদ মোজাম্মেল হক নিয়োগী
সার্বিক সমন্বয়	তাহমিনা খান মজলিশ
সহযোগিতা	আব্দুর রকিব, তানিয়া লাইজু সুমি, মুসলে উদ্দিন ভূঁইয়া, রাহুল কান্তি বড়ুয়া, এখন রাখাইন, মোঃ কামাল হোসেন, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
গল্প সংগ্রহ	মনমথ গোস্বামী, মোঃ নূর ইসলাম, মোঃ খাদিমুল হক, মোঃ মাহফুজুর রহমান, মোঃ মশিযুর রহমান, মোঃ মহিদুল ইসলাম, মোঃ মাহবুবুল আলম, হাজরা তোহিদুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহমান, মোঃ হেলাল উদ্দিন
ছবি	জেফ হল্ট, জেএমবি আকাশ, আব্দুর রকিব, তাহমিনা খান মজলিশ, মোঃ খাদিমুল হক
প্রথম প্রকাশ	ডিসেম্বর, ২০১৬
প্রচ্ছদ	আব্দুর রকিব
প্রকাশক	শিখন কর্মসূচি, সেভ দ্য চিলড্রেন, বাড়ি: সিডব্লিউএন (এ) ৩৫, রোড: ৪৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। ফোন: ৮৮-০২-৯৮৬১৬৯০, ৯৮৪৮০৮১, www. <a href="https://bangladesh.savethechildren.net">https://bangladesh.savethechildren.net</a> , <a href="https://bd-education.net">https://bd-education.net</a>
	 savethechildreninbangladesh
মুদ্রণ	ইমেজেস্



“শিখন কর্মসূচি বাংলাদেশের ৩ লক্ষ শিশুর ও তাদের পরিবারের পরিবর্তন এনেছে। সামগ্রিকভাবে সেভ দ্য চিলড্রেনের জন্য এটি একটি অনন্য অনুপ্রেরণা।” (ডেভিড স্কিনার, গ্লোবাল এডুকেশন ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন)



“দুর্বল অবকাঠামোয় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিখন কর্মসূচি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর মূল চালিকা হচ্ছে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের অত্যন্ত দক্ষ তত্ত্বাবধান।” (তাহমিনা খাতুন, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সিলেট)।



## বাবার স্বপ্ন পূরণ

আব্দুর রশিদের আক্ষেপ, ছাওয়ালগো আর লেহাফড়া করাইবার পাইল্লাম না। বয়স বাড়তেছে, কাছে-কূলে ইশকুল নাই যে পড়ামু।

একদিন তার আক্ষেপের দিন শেষ হয়। তাড়াশ বাধ গ্রামেই শিখন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ভার্ক ও সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে। স্কুলের শিক্ষক একদিন আব্দুর রশিদকে জানায়, গ্রামে ইশকুল হয়েছে। আপনার কবিতা আর রাজুকে ভর্তি করিয়ে দেন। বইপত্র কিছুই কিনতে হবে না। সবকিছু বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

শিক্ষকের কথা শুনে বাবার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির আঙিনা থেকে ছেলেমেয়েদের ডাক দেয়, কইরে কবিতা, কইরে রাজু, এদিকে আয়। বাবার ডাক শুনে ওরা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। এই যে, যা, তোর আফার লগে ইশকুলে যা।

দুই ভাইবোন শিখন স্কুলে ভর্তি হয়। তারা লেখাপড়ায় বেশ ভালো করছে। সন্ধ্যার পর যখন দুই ভাইবোন পড়তে বসে বাবাও তখন পাশে বসে। ওদের পড়া শুনে। আত্মতৃপ্তিতে মন ভরে যায়।

ছেলেমেয়েদের খোঁজ-খবর নিতে বাবা মাঝে মাঝে স্কুলেও যায়। শিক্ষক বলেন, ওরা লেখাপড়ায় খুব ভালো।

শিক্ষকের কথা শুনে বাবার মন আনন্দে ভরে যায়। সরকারি স্কুলের শিশুদের সঙ্গে বসে তারা পরীক্ষা দেয়। ভালো নম্বর পেয়ে পাস করে। এভাবেই একদিন চলে আসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষা। কবিতা ও রাজুকে নিয়ে যায় বাবা পরীক্ষা কেন্দ্রে। পথে যেতে যেতে বলে, ফরিস্কায় ভালো করতে ফারলে হাই ইশকুলে ভর্তি করামু। তারফর তোরা একদিন কলেজে ফরবি হে হে হে। বাবার কথা শুনে ছেলেমেয়েরাও হাসে।

পরীক্ষা-কেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে। বাবা গাছের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করে। ওরা পরীক্ষা দিয়ে আসার পর বাবা জিলাপি কিনে খাওয়ায়। কবিতা বলল, আহ জিলাপি! কতদিন পর খাইতাছি।

রাজু বলল, বাবা একটা সন্দেশ দিবা?

সন্দেশ খাবি? খাড়া।

বাবা সন্দেশ কিনে ছেলেমেয়েদের দেয়। ওরা আনন্দে সন্দেশ খেয়ে বাড়ি ফিরে। বাবার স্বপ্ন দেখে ওদের চোখে পানি এসে যায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যে করেই হোক বাবার স্বপ্ন পূরণ করবে।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই কবিতা আর রাজুর জীবনে নেমে আসে ভয়ানক সময়। গণিত পরীক্ষার আগের রাতে বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, ডাক্তারের কাছে নেওয়ার আগেই মারা যায় রাজু আর কবিতার বাবা। বাড়িতে শোকের মাতম। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা। কী করা যায়?



গ্রামবাসী, আত্মীয়-স্বজন ভাবে ওদের আর পড়ালেখা করা হলো না। সবাই সন্দিহান। কিন্তু হাল ছাড়েনি শিখন কর্মীগণ, তারা রাজু ও কবিতার পরিবারকে বোঝাতে সক্ষম হয়-জানায়ার সময় নির্ধারিত হয় পরীক্ষার পর বাদ আছর। পরিবার ও বাবার স্বপ্নের কথা মনে করে রাজু আর কবিতা পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

বাবার লাশ বাড়িতে রেখে রাজু আর কবিতা পরীক্ষা দেয় শুধু বাবার স্বপ্নের কথা ভেবে। রাজু আর কবিতা সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। বাবার স্বপ্নকে বুকে ধরে তারা এখন মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে।

কবিতা ও রাজু

## চরের শিশুদের শিক্ষা

শীতের সকাল! ঘন কুয়াশা! তিস্তা নদীর পাড়ে জামাল, আবুল, বকুল আর খগেন বসে গল্প করছে। ওরা আসলে একটি খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করছে; নদীর ওপার যাবে। কিন্তু চারিদিকে কোনো নৌকার খোঁজ নেই। একটু পরেই সূর্যের আলো নদীর পানিতে ছড়িয়ে পড়ে বিকিমিকি করে। জামাল বলে, 'আহ, রোদটা বেশ মিষ্টি!' সে গায়ের চাদর খুলে পিঠে রোদ লাগায়। জামালের কথা শুনে খগেন সূর্যের দিকে তাকিয়ে মুখ হাঁ করে থাকে। আবুল জিজ্ঞেস করে, 'কিরে, তুই হাঁ করে আছিস কেন?'

'রোদ যখন মিষ্টি, তখন হাঁ করে একটু খেয়ে নেই।'

খগেনের দেখাদেখি আবুল আর বকুলও হাঁ করে থাকে। ওরা মজা করে মিষ্টি রোদ খায়, যেন সত্যি সত্যিই খাচ্ছে। ওদের কান্ড দেখে জামাল হাসতে শুরু করে।

নদীর পার তো নয়, বিশাল চর! গ্রাম থেকে কয়েকটি ছেলেমেয়ে দৌড়ে আসছে নদীর দিকে। জীর্ণশীর্ণ শরীর। ওদের গায়ে জরাজীর্ণ কাপড়। মাথার চুল উক্কু-খুক্কু। ওরা একটি পুরনো জীর্ণ বল নিয়ে দৌড়াচ্ছে। চরে এসেই খেলা শুরু করে দেয়। ওদের বল খেলা দেখে জামাল, আবুল, বকুল আর খগেন রোদ খাওয়া বাদ দিয়ে দৌড়ে আসে। শুরু করে খেলা। ওরা ভুলে যায় নদী পার হওয়ার কথা, ভুলে যায় ওপারে যাওয়ার কথা।

এই সময় একটি নৌকা এসে তীরে ভিড়ে। নৌকা থেকে নেমে আসে শিখন কর্মসূচির দুইজন কর্মকর্তা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে। ছেলেমেয়েরাও আগ্রহ দেখে খেলা থামিয়ে কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে?'

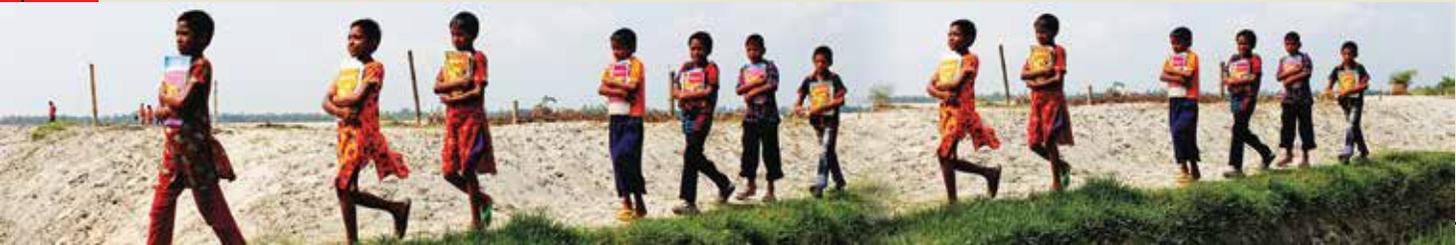
কর্মকর্তা বললেন, 'আমাকে চিনবে না। আমি এখানে আজ নতুন। সে যাক, এখন তো স্কুলে যাওয়ার সময়। তোমরা খেলছো। আজ স্কুল নেই?'

জামালের পাশে খগেন এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সে কিছুটা তচ্ছল্যভরে বলল, 'এহ, এই চরে আবার স্কুল! মানুষ পেটের ভাত জোটাতে না কি বিদ্যে দিয়ে পেট ভরবে?'

খগেনের কথা শুনে কর্মকর্তার ঠোঁটের পাশে হাসির রেখা দেখা যায়। হাসি চেপে তাদের সাথে গল্প চালিয়ে যান। এটা ওটা জানতে চান। কথা প্রসঙ্গে জামাল শান্তভাবে বলে, 'আমাদের চরে স্কুল নেই। এইজন্য আমরা পড়াশোনা করতে পারি না।' কর্মকর্তা জানতে চান, 'স্কুল থাকলে কি পড়বে?' খগেন বুকে টোকা দিয়ে বলে, 'অবশ্যই পড়ব। স্কুল দিয়ে পরখ করতে পারেন।'

কর্মকর্তারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলেন। তারা সবাই চরের লোকালয়ের দিকে যান। চরের অধিবাসীদের সাথে কথা বলেন তাদের শিশুদের পড়াশোনা ও বিকাশের বিষয়ে। অধিবাসীগণও অনেক কথা বলেন। নদীভাঙনে একসময়ের বিশাল গ্রাম কীভাবে আশিটি পরিবারের ছোট্ট গ্রামে পরিণত হয় তার কাহিনি বলেন। কর্মকর্তাগণ ভাবেন, 'এসব জায়গায় সরকারি বিদ্যালয় সহসা তৈরি হবে না। শিশুর সংখ্যাও কম। তাহলে কি চরের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি হবে না? তারা কি শিক্ষার আওতার বাইরেই থাকবে?'

পরের মাসেই এই গ্রামে শিখন কর্মসূচি উপানুষ্ঠানিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের জন্য। তার আগে তারা একটি জরিপ করে নেয়। গ্রামের যেসব শিশু খেলাধুলা আর কাজ করে সময় কাটাত তারা এখন স্কুলে লেখাপড়া করে। পাখির কলকাকলির মতো শোনা যায় শিশুদের সরবে পড়ার কলরব। মনে হয় যেন, অন্ধকার রাত শেষে ভোরের আলোয় এক বাঁক পাখি কলরব করছে ভবিষ্যতের স্বপ্নে।



# শিক্ষার স্বপ্ন

রায়হান, কাছে আয়। কালকের ছবকটা পড়।

রায়হান আশ্তে আশ্তে পড়ে। হুজুর বেদম পিটায়। গাধা! এভাবে পড়লে হবে না।

রায়হান কাঁদে।

হুজুর ধমক দিয়ে বলে, চুপ। একদম কাঁদবি না। পড়া না পারলে মাইর খাওয়া লাগব। চুপ থাক রায়হান চুপ করে। প্রতিদিন এভাবে আর মার খেতে তার ইচ্ছে হয় না। সে মক্তব ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হয় বালীগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর শিখন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

আট মাস বয়সে বাবাকে হারায় রায়হান। মা অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতো আবার কখনও ভিক্ষে। তবু রায়হানকে স্কুলে পড়াচ্ছিল। এক সময় মা বিয়ে করে চলে যায় নতুন সংসারে।

এখন রায়হান কোথায় যাবে? শেষে আশ্রয় পায় চাচার সংসারে। চাচাও গরিব মানুষ। একদিন চাচা তাকে পাঠিয়ে দেয় মৌলভীবাজারে। বেঁচে থাকার জন্য তাকে রোজগার করতে হয়। সেখানে সে গরু চড়ায়। সে যখন গরু চড়াতে যায় তখন মনে পড়ে স্কুলের বন্ধুদের কথা। আর আনমনা হয়ে বসে থাকে। তারও ইচ্ছে করে স্কুলে যেতে।

একদিন রায়হান মৌলভীবাজার থেকে পালিয়ে চলে আসে চাচার কাছে। কান্নাকাটি করে স্কুলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু চাচা ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারে না। কী করবে সে? বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে খাওয়া জোগাড় করে। আর শিখন স্কুলে পড়ে।

রায়হানের দুরাবস্থা দেখে একদিন শিখন স্কুল কমিটির লোকজন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানায়। চেয়ারম্যান সাহেব রায়হানের সব ঘটনা শোনার পর বলেন, আমি রায়হানের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নিলাম।

চেয়ারম্যান সাহেবের কথা শুনে রায়হানের চোখে পানি এসে যায়। চেয়ারম্যান সাহেব কাছে ডেকে নেন। আদর করে বলেন, কাঁদবে না ব্যাটা। আমরা তোমার পাশে আছি।

রায়হান চোখ মুছে তার পাশে দাঁড়ায়। চেয়ারম্যান সাহেব জিজ্ঞেস করেন, লেখাপড়া শিখে কী হতে চাও?

রায়হান বলে, আমি লেখাপড়া করে পুলিশ অফিসার হতে চাই।



শিখন স্কুলে রায়হান



## সামছুন্নাহারের স্কুল গড়া

ছুটির পর স্কুলের মাঠ পেরিয়ে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায় সামছুন্নাহার আর দু'তিন জন বান্ধবী। তাদের মনমরা। সে বলল, আমার আর স্কুলে আসা হবে না।

এক বান্ধবী বলল, তোর আবার কী হলো?

সামছুন্নাহার বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

এক বান্ধবী বলল, বিয়ে? তোর? এইটুকুন মেয়ের বিয়ে? মাত্র পড়িস ক্লাস নাইনে, এখনই বিয়ে দিতে চায় কেন?

সামছুন্নাহার বলল, বাবা বলেছেন 'গরিবের মেয়ের লেখাপড়ার দরকার নাই'

বিকেলের সুন্দর আলোটা হঠাৎ করেই যেন নিভে যায়। সবাই মন খারাপ করে নিজ নিজ বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

গ্রামের আর দশটা মেয়ের মতোই সামছুন্নাহারও তার বিয়ে ঠেকাতে পারেনি। বিয়ে হয়ে যায় সামছুন্নাহারের। চলে যায় স্বামীর ঘরে। বিয়ের পরেও সামছুন্নাহার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হয়ে উঠেনি। লেখাপড়া করতে না পারার সেই কষ্ট থেকেই গ্রামের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানো শুরু করেন সামছুন্নাহার।

২০১২ সালে পাকুরিয়া গ্রামে শিখন কর্মসূচি চালু হলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান সামছুন্নাহার। গ্রামের স্কুলে না-যাওয়া ও বারেপড়া ৩৬ জন শিশুকে নিয়ে শুরু করেন ৪ বছর মেয়াদি শিখন উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে স্কুলেই সকল শিশুর শেখা নিশ্চিত করা যেন তার প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠে। আর স্কুল হয়ে উঠে শিশুদের আনন্দের জায়গা।

অল্প দিনেই শিশু ও অভিভাবকদের প্রিয় আপায় পরিণত হয় সামছুন্নাহার। শিশুরাও স্কুলে ভালো ফলাফল করতে থাকে। গ্রামের মানুষেরও তাঁর ওপর নির্ভরতা বাড়ে।

শিখন কর্মসূচি শেষ হয় ডিসেম্বর ২০১৫ সালে। গ্রামবাসীর ভাবনা কীভাবে শিখন স্কুলটি ধরে রাখা যায়। কীভাবে সামছুন্নাহারের মতো একজন নিষ্ঠাবান এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককে তাদের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এমন একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষককে তারা হারাতে চান না। তারা সিদ্ধান্ত নেন নিজেদের টাকায় স্কুল চালাবেন।

সামছুন্নাহারও আশার আলো দেখেন। ২০১৬ সাল থেকে ষাটটি পরিবারের আর্থিক সহায়তায় স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছে কামারখন্দের পাকুরিয়া গ্রামে। একদিন স্কুল ছুটির পর সামছুন্নাহার বাইরে এসে দাঁড়ান। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ির দিকে যাচ্ছে। তিনি ভাবেন 'একদিন আমি স্কুল ছেড়েছিলাম, আজকে একটি স্কুল গড়তে পেরেছি। সমাজের সবাই আমাকে সম্মান করেন, এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।'



প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাচ্ছেন সামছুন্নাহার

## পীরগঞ্জ শিখন স্কুলের গল্প

পীরগঞ্জের স্থানীয় একটি মাসিক পত্রিকার সাংবাদিক সুরেন্দ্র । বয়সে তরুণ । কয়েকদিন আগেই পত্রিকা অফিসে কাজে যোগদান করেছে । নতুন পেশা ও লেশায় সারাদিন সংবাদ খুঁজে বেড়ায় । অথচ জানত না নিজের বাড়ির পাশেই অনেক সংবাদ লুকিয়ে আছে ।

সুরেন্দ্রদের বাড়ির পাশেই শিখন স্কুল । এখানে কে পড়ায়, কী পড়ায়, এ ব্যাপারে তার কোনো কৌতূহল ছিল না । তার ধারণা ছিল, যারা লেখাপড়া করেনি, গরিব মানুষের ছেলেপুলে তারা পড়ে । এদের নিয়ে তেমন কিছু আশা করা যায় না ।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বাড়ির পাশের ছেলে জাকির-যে কিনা খেলাধুলা আর কাজ করে সময় কাটাত, সে কিনা বৃত্তি পেয়েছে । কীভাবে কী হলো তার মাথায় ঢোকে না । নেমে পড়ে অনুসন্ধানে ।

জাকিরের সঙ্গে দেখা বাড়ির পাশেই । সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি বৃত্তি পেয়েছো?

হ্যাঁ । পেয়েছি ।

খুব আনন্দের খবর । তোমাকে মিলি খাওয়াব ।

জাকিরের মুখে হাসি ।

সুরেন্দ্র বলল, তোমার একটা সাক্ষাৎকার আমাদের পত্রিকায় ছাপাতে চাই । তুমি কি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি?

সাক্ষাৎকার কী?

তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব, সেগুলোর উত্তর দেবে । কী, রাজি তো?

হ্যাঁ । অবশ্যই রাজি ।

সুরেন্দ্র গাছের ছায়ায় নোটবুক আর কলম নিয়ে বসে জাকিরের মুখোমুখি ।

সুরেন্দ্র: আগে বলো স্কুলটি কীভাবে হলো?

জাকির: এটি সোভ দ্য চিলড্রেন ও আরডিআরএস পরিচালিত শিখন কর্মসূচির স্কুল । অর্থায়ন করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন । যারা কোনোদিন স্কুলে পড়েনি অথবা স্কুল থেকে বারো পড়েছে তারা এখানে পড়ে । আমি সরকারি বই পড়ি, তবে ৮ মাসে প্রতিটি শ্রেণি শেষ করি এই শিখন স্কুলে ।

সুরেন্দ্র: তোমাদের কীভাবে পড়ানো হয়?

জাকির: আমাদের লেখাপড়া অন্য স্কুল থেকে ভিন্ন । এখানে মজার মজার পদ্ধতিতে শেখানো হয় । আমরা খুবই আনন্দে শিখি ।

সুরেন্দ্র: তোমাদের শিক্ষক কয়জন?

জাকির: একজন শিক্ষক ।

সুরেন্দ্র: একজন? বিস্ময়কর ব্যাপার । ছাত্রছাত্রী কত?

জাকির: আমি আগেই বলেছি এটি অন্যান্য স্কুলের মতো নয় । একজন শিক্ষক একটি ক্লাস । ত্রিশজন শিক্ষার্থী । আমরা একটি ক্লাস শেষ করে পরের ক্লাসে পড়ি । একই শিক্ষক পড়ান ।

সুরেন্দ্র: তোমাদের শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

জাকির: এসএসসি পাস । তবে তিনি প্রতিটি ক্লাস শুরু করার আগেই আট দিন করে প্রশিক্ষণ পান ।

সুরেন্দ্র: তিনি কীভাবে পড়ান সে সম্পর্কে বলো ।

জাকির: আমরা স্কুলেই সব শিখি । বাড়িতে শিক্ষক লাগেনা । কোচিং লাগেনা । স্কুলে পড়ানোর পরও আমাদের শিক্ষক বাড়িতে খোঁজ নেন । বাবা-মার সাথে কথা বলেন ।

সুরেন্দ্র: তোমার ফলাফলে আমরা খুবই খুশি । পীরগঞ্জের শিখন স্কুলের ফলাফল দেখে আমি মুগ্ধ । জাকিরকে ধন্যবাদ দিয়ে সুরেন্দ্র পাশের বাজারে নিয়ে মিলি খাওয়ায় ।

দুদিন পর পত্রিকায় জাকিরের ছবিসহ সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয় । জাকির পড়তে শুরু করে: ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় পীরগঞ্জের শিখন কর্মসূচির ২৬৫৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৬৩০ জন শিক্ষার্থী সফলভাবে পাশ করেছে । এদের মধ্যে ১০৪ জন এ+, ১১৫৯ জন এ, ৫১১ জন এ-, ৩৮৩ জন বি, ৩৬৭ জন সি এবং ১০৬ জন ডি গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে । পাশের হার ৯৯.০২% । পাশ করা শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে ।

জাকির পত্রিকাটি হাতে নিয়ে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে দেখায় । পত্রিকার পাতায় ছবিসহ খবরটি দেখে বাবা-মায়ের চোখমুখ আনন্দে ভরে ওঠে ।

## শেখানোর আনন্দ

তুলি আশ্চর্যের মধ্যে হঠাৎ করেই পরিবর্তন দেখা গেল। সিধুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির সবচেয়ে অমনযোগী যারা তাদের লেখাপড়ার এমন অগ্রগতি হঠাৎ করে কীভাবে হলো? একদিন বড় আপা তুলি আর বিনয়কে তার রুমে ডেকে পাঠালেন। এতদিন ওরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে ছিল বলে আপার সামনে আসতে সংকোচ বোধ করত। আজকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হলো।

বড় আপা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা লেখাপড়ায় কীভাবে এত ভালো করছ? প্রাইভেট পড়ো?

বিনয় বলল, জি না আপা। আমরা 'শিখন ক্লাবে' পড়ি। খুব আনন্দের পড়া, আপা।

বড় আপা বললেন, তারা কীভাবে পড়ায়?

বিনয় বলল, স্কুলের পরে আমরা ওখানে খেলে খেলে শিখি। নিজেরাই শিখি। আপা শুধু সহায়তা করেন।

তুলি বলল, ওই বইগুলো অন্যরকম। অনেক কাজ নিজে নিজে করতে হয়।

বড় আপা জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম?

বড় আপার পাশের রুম থেকে বিনয় এক সেট শিখন ক্লাবের শিক্ষা উপকরণ এনে দেখায়। বড় আপা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। বলেন, বাহ্ চমৎকার উপকরণ তো। বড় আপা বললেন, কারা তৈরি করেছে এই উপকরণ? তুলি বলল- সেভ দ্য চিলড্রেন।

বড় আপা কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করলেন। শিখন ক্লাবের সহায়িকার সাথে কথা বললেন। তার পড়ানো দেখলেন। শিক্ষার্থীদের উপকরণের মাধ্যমে শেখার আনন্দ দেখে বড় আপা অবাক। তিনি ভাবেন, তার স্কুলের ক্লাসেও তো এমন হতে পারে!

বড় আপা শিখন ক্লাবের সকল শিক্ষা উপকরণ স্থানীয়ভাবে ফটোকপি করেন এবং শিক্ষকদের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার করতে বলেন। শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি দেখে তিনি এখন নিজ উদ্যোগে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও কমিউনিটির সহায়তায় তার স্কুলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সময়ের পর শিখন ক্লাব পরিচালনা করছেন।

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিষয়টার ছাপ কেটে গেছে। তাদের চোখে মুখে এখন আনন্দের আভা। শিক্ষার্থীদের শেখানোর আনন্দে শিক্ষকরাও পরিতৃপ্ত।



শিখন ক্লাবের উপকরণ দিয়ে গণিত শিখছে শিশুরা



## শিখনের সিঁড়ি বেয়ে

আজ ঘুম থেকে উঠেই মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে মুসলিমার। আকাশ বাকবাকে নীল। সোনা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গাছের পাতায়। ঘরের পশ্চিমে আম গাছে একটি কাক ডাকছে। মায়ের বিশ্বাস সকালে পশ্চিমে কাক ডাকলে সুখবর আসে। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে মা আকাশের দিকে তাকায়। তার মনও ফুরফুরে। কেন ফুরফুরে কেউ জানে না।

সুখবরটা পেয়ে যায় দুপুরের দিকেই। ডাকপিয়ন মুসলিমার হাতে তুলে দেয় একটি চিঠি। সরকারি খাম দেখেই তড়িঘড়ি করে খুলে পড়তে শুরু করে। আনন্দে চোখে পানি এসে যায়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষিকা পদের নিয়োগপত্র।

পঞ্চগড়ের দাড়খোর গ্রামের শিখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খবরটা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তাদের শিক্ষকের সরকারি স্কুলে চাকরি হয়েছে। এই আনন্দের খবর কি আর গোপন রাখা যায়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। আবার কয়েকজন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। এতো ভালো আপা তাদের ছেড়ে চলে যাবে। বিষণ্ণ তো হতেই পারে।

স্কুল ছুটির পর বাড়ির দিকে ছোট্ট মুসলিমা। বাজার থেকে দুই কেজি জিলাপি নিয়ে হাসিমুখে বাড়িতে হাজির হয়। বলে, মা আগে জিলাপি খাও। পরে একটা ভালো খবর দিই। ভাইবোনও ভিড় করে। কী খবর? আগে খাওয়া। পরে খবর। হলস্থল কাভ। মুসলিমা খবরটা কাউকে সহজেই দেয় না। বাবা বাড়িতে না আসা পর্যন্ত খবরটা গোপনই রাখে। সন্ধ্যায় বাবা আসে হালচাষ করে। এবার গোপন খবরটা দেওয়া হয়। সারাটা বাড়ি আনন্দে ভেসে যায়।

বারান্দায় বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করে মুসলিমা। শিখনে শিক্ষক হওয়াতে চাকরিটা পাওয়া সহজ হয়েছে।

মা জানতে চায়, কীভাবে?

শিখনের প্রশিক্ষণে যেসব বিষয় শিখেছিলাম সেসব বিষয়ই পরীক্ষায় এসেছে। শিখন স্কুলের অভিজ্ঞতা এখন সরকারি স্কুলে কাজে লাগব।

চাকরিতে যোগদান করার পর মুসলিমা শিখন স্কুলের মতোই দায়িত্ব নিয়ে ক্লাস নেয়। নতুন নতুন পদ্ধতিতে ক্লাসে শেখা নিশ্চিত করে। আনন্দের মধ্যেই শেখায়। শিশুরা নিজ উদ্যোগে শেখে। স্কুলের অন্যান্য সহকর্মী তার শিক্ষকতায় মুগ্ধ।

প্রধান শিক্ষক একদিন মুসলিমাকে ডেকে বললেন, আপনার ক্লাস পরিচালনার দক্ষতা ও কৌশল দেখে আমরা মুগ্ধ।

আনন্দে মুসলিমার চোখে পানি এসে যায়। সে বলে, স্যার, শিখন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ থেকেই আমি এই দক্ষতা রপ্ত করেছি।

হেড স্যার বললেন, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব। আমাদের সকল শিক্ষক যদি আপনার মত হতো!



শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মুসলিমা

## ইচ্ছে পূরণ



মেম্বার সাহেব বললেন, যারা নাম দস্তখত জানে না তারা সরে যাও। দস্তখত ছাড়া কোনো টাকা দেওয়া হবে না। মেম্বার সাহেবের কথাটা শুনে চান্দনাইশ উপজেলার চাগাচর গ্রামের মজলিস খাতুন ভেঙে পড়ে। গরিব মানুষ। দুবেলা খাবার যোগাড় করতে পারে না। আবার সামান্য টাকাটাও সে পাবে না। এটা কেমন কথা! একটু সাহসী হয়ে মজলিস খাতুন মেম্বারকে জিজ্ঞেস করে, আশি বছর কাইটা গেল দস্তখত লাগে নাই, অখন কিয়ের দস্তখত? মেম্বার চেষ্টা করে ওঠল। হ। এইডাই নিয়ম। আগে নাম দস্তখত শিখ্যা আও। ফরে ট্যাহা ফাইবা। বিষয় মন নিয়ে মজলিস খাতুন বাড়ি ফিরে যায়। অহন ফড়ার বয়স আছে? গজগজ করে সারাদিন। শিহাব তার নাতি। আশপাশে থাকে সবসময়। বিধবা দাদি জীবনের গল্প বলে। শিহাব শুনে। পুরনো দিনের কথা রূপকথার মতো লাগে। কত মজা ছিল তখন। আজকে দাদির মন খারাপ দেখে শিহাব জিজ্ঞেস করে, তোমার মন খারাপ কেন দাদি? দস্তখত ছাড়া আমারে ট্যাহা দেয় নাই। ক্যামনে চলি? তোমাকে আমি নাম দস্তখত শিখাব। দাদি হাসে। খুব সুন্দর দেখা যায় দাদিকে। দাদি বলল, তোর 'শিখন স্কুলে' আমারে ভর্তি করাইবি? শিহাব হাসে। তুমি তো বুড়ো হয়ে গেছ। শিশুদের সাথে কীভাবে পড়বে? হা...। তবে একটা বুদ্ধি আছে। আমাদের স্কুলের আপা তোমাকে নাম লেখা শেখাতে পারে। বাহ। তয় হের কাছে আমারে লইয়া যা। আছা। একদিন সেই সুযোগ চলে আসে। ৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে শিখন স্কুলের উদ্যোগে নিরক্ষর মানুষকে নাম দস্তখত শেখানো হবে। শিহাব দাদির হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় শিখন স্কুলের শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক দাদিকে দেখে অবাক হয়। এতো বুড়ো মানুষের লেখাপড়ার আগ্রহ দেখে শিক্ষকও খুশি হয়। শিক্ষক মজলিস খাতুনকে কাছে বসিয়ে নাম দস্তখত শেখায়। মজলিস খাতুনের আগ্রহের শেষ নেই। শিখে ফেলে নাম দস্তখত অল্প সময়েই। শিহাবের হাত ধরে দাদি হেঁটে বাড়িতে যায়। পথে শিহাব জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগছে দাদি? দাদির চোখে আনন্দে পানি এসে যায়। দাদি বলে, এতো আনন্দ আর জীবনে ফাই নাই! একদিন মজলিস খাতুন ইউনিয়ন পরিষদে যায় সাহায্যের জন্য। সেই মেম্বার মজলিস খাতুনকে দেখেই বলে, তুমি দস্তখত জানো না। ফাইবা না। মজলিস খাতুন হাসে। মেম্বারকে বলে, হেই দিন আর নাই। আইজ আমি ঠিকই দস্তখত দিয়াই ট্যাহা নিমু। মজলিস খাতুনের কথা শুনে মেম্বার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মজলিস খাতুন মনে মনে ভাবে শিখন স্কুলে দস্তখত শেখার ব্যবস্থা করায় আমাকে আর নিরক্ষর হয়ে মরতে হইলো না।



# ভাঙা ঘরে শিখনের আলো

সারা গ্রাম ঘুরে পথের পাশের আম গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে নিলুফার ইয়াছমিন। আর হাঁটতে হচ্ছে করছেন। পাশের বাড়ির বটু খাঁ এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

নিলুফাকে দেখে দাঁড়াল। কেমন আছো মা?

ভালো চাচা। কই যান?

যাইতাছি বাজারে। কথা শেষ করে একটু দম নিয়ে নিলুফাকে বলল, তুমি পারবা না।

বাদ দেও। এই সব দুষ্ট ছাওয়ালগোর লেহাফড়া অইতোন। সম্ভব না।

নিলুফা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, হবে চাচা। ওরাই লেখাপড়া করতে পারবে।

তাচ্ছিল্য ভরে বটু খাঁ বলল, লেহাফড়ার বয়স আছে, সময় আছে। ছুদাই সময় নষ্ট কইরা লাভ নাই।

নিলুফা আবার বলল, আমিও দেখাতে চাই চাচা। এটা সম্ভব, ওরা অবশ্যই পারবে।

স্কুলের বিষয়টি বটু খাঁয়ের পছন্দ হয়নি। পছন্দ না হওয়ারই কথা। ছেলে-মেয়েগুলোর বয়স আট বছরের উপরে। এগুলো এখন কেবল পড়া শুরু করবে।

তাও একেবারে প্রাক-প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করবে। উপরের ক্লাস হলেও কথা ছিল। আর একেক ক্লাসে পড়বে আট মাস। নিলুফাও মাধ্যমিক স্কুল পাস মাত্র।

বটু খাঁয়ের মাথায় ঢুকছেন কী করে সম্ভব? তার নাতি দুটিকে স্কুলে দিয়েছে বলেও তার আক্ষেপ। স্কুলের সময়টাতে কাজ করলে ভালো হতো। পুরো সময়টাই মাটি। বটু খাঁ গজ গজ করতে করতে বাজারের পথ ধরে।

গাঁয়ের অনেকেই নিলুফার স্কুলের লেখাপড়াকে নিরুৎসাহিত করেছে। তবে নিলুফাও দেখাতে চায় এসব ছেলেমেয়ের দ্বারা লেখাপড়া হয়। হবে।

সেভ দ্য চিলড্রেনের কারিগরী সহযোগিতায় ভার্ক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নাটোর জেলার গোধরা গ্রামে। ৩৩ জন শিশু নিয়ে নিলুফা স্কুল পরিচালনা শুরু করে। আর পর্যায়ক্রমে তাঁর মেধা ও নিরলস শ্রমের ফলে শিশুরাও প্রতিটি শ্রেণি ভালোভাবেই উতরিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের সময়ের পরে তিনি ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে খোঁজ-খবর নিয়ে লেখাপড়ার জন্য উৎসাহিত করেন। শুধু কি লেখাপড়া? তিনি সব শিশুকে সৃজনশীল কাজ করতেও সহায়তা করেছেন।

আটচল্লিশ মাস পরে শিশুরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দল বেঁধে কেন্দ্রে যায়। বটু খাঁ সেই পথের আম গাছের নিচে বসেছিল। সে বলল, পরীক্ষায় ফাস করতে ফারবিনি?

শিশুরা বলল, অবশ্যই পারব।

বটু খাঁয়ের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে উর্টে পথ ধরে আর গজ গজ করতে থাকে। অবশ্যই ফারবে। দেহা যাইবো কত্ত ফারে!

পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। গ্রামের মানুষ অবাক! অবাক বটুখাঁও! সবগুলো ছেলে মেয়ে জিপিএ ৫! সারা গাঁয়ে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে।

বটু খাঁ মিষ্টি নিয়ে নিলুফার বাড়িতে হাজির। নিলুফার হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে বলে, তুমি যা করলা, সত্যি মনে রাইখবার কাজ করলা। নিলুফার মুখে হাসি।

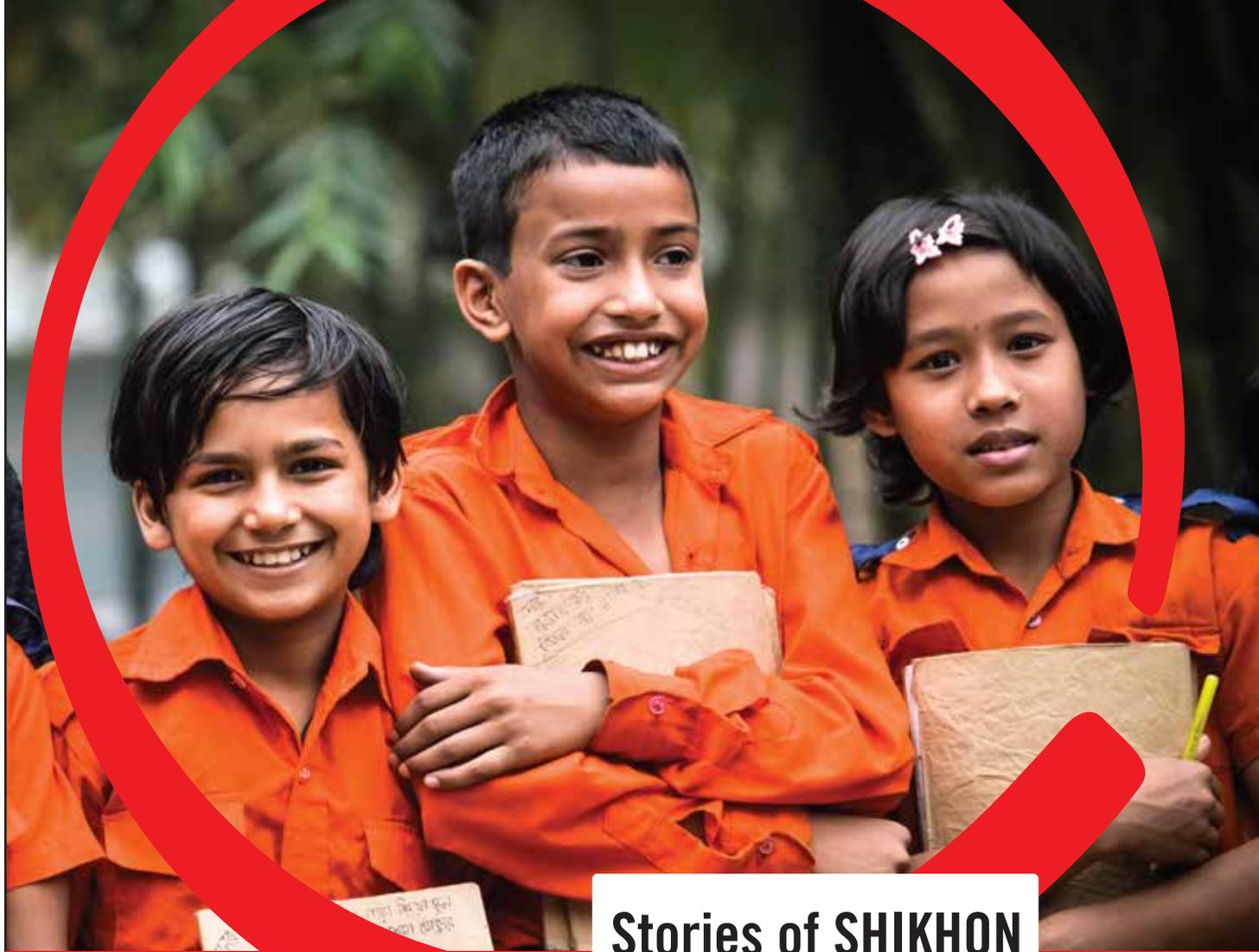
বটু খাঁ যেন দেখতে পায়, শিখন স্কুলের ভাঙা ঘরটি থেকে এক টুকরো আলো আস্তে আস্তে সারা গ্রামে ছড়িয়ে যাচ্ছে...



শিখন স্কুলে আলোকিত শিশুরা



Save the Children



## Stories of SHIKHON



Save the Children

## Acknowledgement

Save the Children in association with Community Development Centre (CODEC), Village Education Resource Center (VERC), RDRS Bangladesh, Jagorani Chakra Foundation (JCF) and Friends in Village Development Bangladesh (FIVDB) has been creating primary education opportunities for more than 300,000 out of school children through SHIKHON Program since 2007. Save the Children has been managing this program with financial support from European Union, Dubai Cares, IKEA Foundation and Chevron.

SHIKHON Program ensured primary education for these vulnerable children through a four years accelerated non-formal education model following national curriculum. Where there is no school close by or schools are over crowded SHIKHON created opportunity for early grade primary from Preschool to Grade II for 5-6 years children and mainstream them in grade III. SHIKHON also worked with the government primary schools for the lower performing students to provide after school remedial support in a playful manner.

SHIKHON has many significant successes in last 10 years. SHIKHON has been selected as one of the Second Chance Education model by the Ministry of Primary and Mass Education for national scale up. Collective effort of Government, partner organizations, parents and community made this accomplishment possible. We are grateful to all of them. We also want to acknowledge the hard work and dedication of the SHIKHON team at the field, region and central level.

Some of the success stories of SHIKHON are documented in this booklet, which will be encouraging to the readers we hope. Special thanks to those colleagues who have collected these stories from the field and who have made them reader friendly. We wish success of all the characters of these vibrant stories.

### **Talat Mahmud**

Program Director-SHIKHON

Save the Children





## Stories of SHIKHON

© Save the Children

- Editor** : Talat Mahmud  
Mozammel Haque Neog
- Overall Coordination** : Tahmina Khan Mojlish
- Supported by** : Abdur Raquib, Taniya Laizu Sumy, Musle Uddin Bhuiya,  
Rahul Kanti Barua, Aye Khen Rakhaing  
Md. Kamal Hossain, Md. Abdul Quayyum
- Story Collection** : Monmatha Goswami, Md. Nur Islam,  
Md. Khadimul Haque, Mahfuzur Rahman,  
Md. Moshir Rahman, Md. Mohidul Islam,  
Md. Mahbubul Alam, Hazra Tawhidul Islam,  
Abdur Rahman
- Photograph** : Jeff Halt, GMB Akash, Abdur Raquib, Tahmina Khan Mojlish  
Md. Khadimul Haque,
- Cover Design** : Abdur Raquib
- First Published** : December, 2016
- Publisher** : SHIKHON Program, Save the Children International House CWN (A) 35, Road 43,  
Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Telephone: +88-02-9861690, 9848081  
www. <https://bangladesh.savethechildren.net>, <https://bd-education.net>
-  [savethechildreninbangladesh](https://www.facebook.com/savethechildreninbangladesh)
- Printing House** : Images



“SHIKHON program has changed almost 300000 children’s lives and their families in Bangladesh. It is an inspiration of Save the Children as a whole.”  
(David Skinner, Global Education Director, Save the Children).



“SHIKHON is a perfect example of Quality Education in poor infrastructure. The key drivers are efforts of trained and dedicated teachers and highly skilled supervision mechanism of Save the Children.” (Tahmina Khatun, Deputy Director, Directorate of Primary Education, Sylhet).



## A Father's Dream

Abdur Rashid had a great regret. His daughter Kabita and son Raju were growing up fast. But the faster they grew, the heavier seemed his regret. Rashid had a simple dream. The one thing that he wanted most in life was to give his children an education. However, to his dismay, there was not a single school in his vicinity. Seeing the smiling faces of his children, so full of youthful expectation, his silent prick only cut in deeper in his heart. What could he do if there were no school to send his children to?

His prayers were answered though.

European Union and Save the Children, in partnership with VERC, established a SHIKHON school at his village Tarash Badh under Tarash upazila. When the teacher of the school informed Rashid about the school, he could not believe his luck. In fact, he did not even need to pay for books or other materials, everything was to be provided free of cost.

The very first time the teacher from SHIKHON visited Rashid's family, he sent his children to school with her.

Both Kabita and Raju fit right in and were doing well at school. Every evening when they sat down to study at home, Rashid would forgo everything else for the evening and just sit by them. It was a sight that Rashid was afraid he would never have the fortune to see. He would also walk his children to school sometimes. It gave him immense satisfaction when he used to hear from the teacher that his little ones were doing great in school.

The time for the Primary School Completion Examination drew closer. The young learners from SHIKHON sat for the examination with students of government primary school.

Rashid went to the exam center with Kabita and Raju. This day meant a great deal to Rashid.

"If you do well in the exam, I'll get you admitted in high school. Then one day, you will also go to a college," Rashid said to his little ones with fervor.

Rashid waited anxiously under a tree outside the exam center in quivering anticipation. He bought *Jilapi* (sweet) for the kids after the exam. Kabita was ecstatic to see the Jilapi in her father's hands.

"Jilapi! It's been so long!" she said delightfully.

"Would you also buy us some Sandesh baba?" Raju asked with a faint eagerness.

"Why not?" smiled the father.

That was a beautiful day for the three, and the last one that they would have together.

Kabita & Raju



The night before the math exam, Rashid fell very ill and died before he could even see a doctor.

Rashid's house had never seen a sadder day. The man who had wanted nothing but to see his children get an education, could not even see his children go through all the exams. In fact, the neighbors and relatives thought that Kabita and Raju might not even be able to continue their education any longer.

Kabita and Raju had never seen a funeral before. But the kind of funeral that Rashid had, no one else had seen one like it in the village. Kabita and Raju went to take the math exam that day. The funeral was on hold until they came back from the exam center as per request of SHIKHON staff.

Both the children have passed in the Primary Education Completion Examination. They walk the same road everyday to school that their father used to take.

## Education Across the River

It was a wintry morning. Jamal, Abul, Bakul and Khogen sat idly for a country boat. They needed to cross the river; they want to go on the other side.

No boats were seen through the heavy clusters of fog. Suddenly a bunch of sunlight burst through and hit the char.

“How sweet is this sunlight” Jamal closed his eyes in the comforting rays of the Sun.

“Why are you gaping your mouth like that?” Khogen asked bewilderingly.

“I am eating the sunlight!” Jamal said without opening his eyes.

Although the boys had started to laugh incredulously, but one by one, they all started to do the same.

All of a sudden, the idea of eating sunlight had started to make perfect sense to the boys.

The vast marshland named Majherchar at Gojghonta union of Gongachora upazila always felt like a forgotten place to these boys. Isolated from the society. Rangpur, the nearest town, was 12 kilometers away; but the Tista River made the distance seem somehow a bit too far.

The boys spotted a group of children running nearby. Scrawny and snot-nosed, clad in dirty, shabby clothes, they looked like almost every other kid on the char. No comb has ever touched their hair.

They were too busy to tie two halves of a coconut shell together to turn it into a football. The boys saw the fun and joined them. Just when they were presenting their own arguments as to who is the best one at trying different things they saw a boat touching the edge of the marshland.

None of the passengers looked like they belonged to the char, so the boys half approached them inquisitively.

The strangers simply said that they were new comers. Upon insisting, they mentioned that they were officials of SHIKHON programme.

The man who looked like their leader, asked: “This is school time; why aren’t you at school?”

The boys had never heard a question like that. So they were not exactly sure what to say. There was no school at the char.

With a stutter, Khogen managed to say just that.

“Would you study if there was a school here?” The man threw his second question at them.

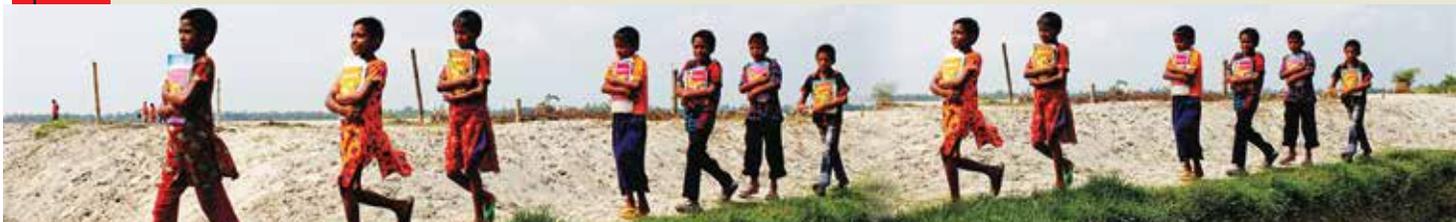
Exchanging a few glances among themselves, the boys nodded yes.

The SHIKHON personnel approached the meager dwellings and started talking to the elders. The boys and the children followed wherever they went.

There were 80 families on the char, and they fell under one of the poorest people in Bangladesh.

Although it required considerable motivation, the villagers warmed up to the idea of a SHIKHON school on the char, which was built the following month.

Jamal, Abul, Bakul and Khogen, among many other boys and girls, attend the school everyday and compete to finish their lessons quicker than everyone else. It’s their new game.



## The Strong Do Not Wither

“Raihan, Come on. Tell me the lessons of yesterday.”

Raihan mumbled the lines.

The hujur (teacher) of the madrassah (religious school) swung the cane. Raihan’s back burned a little.

“You ass. That’s not how you say it.”

Raihan burst in tears.

“Keep quiet. If you can’t say it right you would be beaten. Keep quiet.” The hujur felt irritated that Raihan still did not know the rules.

Raihan became quiet. After being beaten for a number of days in a row, Raihan stopped going to the madrassah. In a few days, after he found out that it did not cost any money to go to the SHIKHON School at Balaganj upazila, he started attending classes in the second grade there.

Raihan lost his father when he was eight years old. His mother used to work as a domestic help. Sometimes she also used to beg alms. She however continued Raihan’s schooling, but only till she got married again and left the young boy alone.

Raihan’s uncle took him in. Struggling to meet the needs of the family, the uncle decided to have Raihan look after the cows.

Then one day, Raihan’s plights simply multiplied as his uncle sent him away to Moulvibazar to find a job for himself. He started selling labour to survive. While doing demanding tasks for his age, he used to wonder about going to school.

One day he simply came back to his uncle’s house and pleaded to be put in a school. But the poor uncle could not afford to take his responsibilities.

Raihan however did not give up. He started to work as a domestic help and also go to SHIKHON school.

The School Management Committee noticed Raihan’s miserable conditions and informed the Chairman of the Union Parishad about his ordeal.

When he came to know that such a young boy has been going through so many obstacles to fervently pursue education he took all his responsibilities.

Raihan wants to complete his education and join the police force.



Raihan in SHIKHON School



## Shamsunnahar Made It

It did not feel like a usual day. After school, Samsunnahar walked across the school playground towards her favorite spot near the big Jackfruit tree with her two friends.

“What happened? Why do you look so sad?” asked one friend.

“Father said that he was going to marry me off. I don’t know whether they would let me come to school anymore,” replied Shamsunnahar.

“What! You are only a ninth grader. Why would you marry?”

“I cried all of last night. But father said that he does not feel it to be sensible that a family as poor as ours should spend money on my education. He also pushed the point that my cousin Shompa was married off when she was in her seventh grade,” Shamsunnahar elaborated.

Shamsunnahar tried to do what no other girl her age in a similar predicament managed to do in her village, to stop the marriage. But she failed. After her marriage, she yet again attempted a feat that young girls can seldom do from her husband’s house, to continue her education. She failed again. Finally, she started teaching poor children in the village free of cost. She was not going to fail at this, she was adamant. And she was not going to let other children give up on education like she had to.

In 2012, SHIKHON, an education programme run by Save the Children presented an opportunity to Shamsunnahar to become a teacher at their school. She was appointed by members of the community and VERC to teach underprivileged children at SHIKHON School.

SHIKHON opened its doors to school dropouts or who were never enrolled in formal school. The programme offered four years of primary schooling. Shamsunnahar was thankful to get the opportunity to help the children seize a fair shot in succeeding in life.

The children and the parents alike loved her. She brought hope to not only the children but also to their parents.

Shamsunnahar however faced yet another heartbreak when the SHIKHON programme concluded in December 2015. The inspiration that Shamsunnahar had sparked in the community had taken its root and members of the community could not accept that there would no longer be a place for the children to learn and grow.

Members of the community, especially the parents deemed it ill fated that a teacher as sincere, passionate and trained as Shamsunnahar would not be able to teach the children in the village any longer and made up their minds to fight back. A number of parents felt that there was no one better than Shamsunnahar to guide their children and started collecting funds within the community to keep the school open.

Since 2016, the school at Pakuria village in Kamarkhand upazila has been running with the financial support of the villagers.

Shamsunnahar had failed to continue her own education. But she has succeeded to accomplish a far greater feat, that of making parents of an entire village to understand the importance of sending their children to school.



Samsunnahar is taking her students to the exam center

## A Special Story of Quality Education

Surendra was looking for an exceptional story. He just joined the local newspaper as a reporter and wanted his first submission to be special.

Surendra got to know about Jakir, a young boy from an underprivileged family. In the last Primary Education Completion Examination, Jakir obtained a Government scholarship. How did a boy, who barely can expect his essential needs to be met get a scholarship? Surendra's curiosity was roused and he decided to follow the story.

After asking around in the village, Surendra got a hold of Jakir. A quiet boy. Surendra approached him. "I heard you got a government scholarship. That's a great! I want to publish your interview on our newspaper. Will you give me an interview?" Surendra asked.

"Yes. Of course I am agreed."

Taking his notebook out, Surendra began the interview: "Where do you study?"

"I went to SHIKHON School. It's over there." He pointed in a direction.

"But there was no school there a few years back, right?"

"Yes. People from European Union and Save the Children built the school. They looked for children like me who were dropped out or never went to school."

"Okay. What did you learn in the school?"

"We read the books that are there in the government schools. But we learnt the lessons quicker than them. It took us eight months to complete the year long classes."

"How many teachers did you have?"

"Only one"

"Wow! Only one teacher! How many students?"

"Thirty. We finish one class and then get promoted to the next grade. The same teacher teaches us."

"Do you know about the qualifications of the teacher?"

"She has completed Secondary School Certificate. She told us that she was given an eight-day long training by Save the Children before starting every grade."

"How does she teach?"

"She teaches us differently than usual teaching. We learn with fun! We learn everything in the classroom. We do not need any tutor at home. Sometimes she also visits our home to make sure that we are studying regularly and talks to our parents."

"Great. I think I have no more questions. Now let's go have some sweets."

Jakir smiles.

After two days a news published in the newspaper "Students under the SHIKHON programme at Pirganj upazila did exceedingly well in the Primary Education Completion Examination of 2015. A total of 2630 (99.02%) students passed successfully out of 2656. A total of 104 students obtained A+, 1159 students got A, 6511 students A-, 383 students B, 367 students C and 106 students got D. And most importantly, 12 students received the government scholarship.

A deep sense of satisfaction came over Surendra. He looked at Jakir, and somehow, saw all the other students through him. All of them have a solid chance of becoming someone in the society.



## Joy of Teaching

Tuli and Binoy have always drawn attention in school for the wrong reasons. Always lagging behind in studies and being absent minded in class being the highlight of their misadventures.

However, some things changed. They were absolutely caught up with the lessons in class and also found it way easier to pay attention. Sometimes, they were even ahead of the lecture, as they knew what the teacher was going to talk about next! That too in geometry!

They got a call from the Head Mistress's office. They felt trepidation and some confidence, based on their recent performances, at the same time, as they walked toward the heavy door of her office.

The Head Mistress took a good look at them. Her eyes probing their very souls. "How are you doing better in your studies? Did you get any private tutor?" she asked.

"No madam, we have been studying in the SHIKHON club." Binoy said politely.

"How do they teach?" she asked.

"We pretty much learn by ourselves. The facilitator over there creates a wonderful environment," Binoy added.

"Those books are different. We have to do many activities by ourselves." Tuli joined in.

"What are those books like?" the Head Mistress asked.

Binoy took out the materials from his SHIKHON Club room and put it on the large table.

She turned over the pages and did not speak for a few minutes.

"Hmm. They look good! Who developed these materials?" she asked.

"Save the Children." Tuli replied.

Over the lunch break in the staff room, the Head Mistress talked about SHIKHON Club with other teachers.

In fact, she did not just stop there, but visited SHIKHON Club personally and closely observed the teaching-learning techniques used by the facilitator.

She was pleasantly surprised to see that these methods made the children way more eager to participate and learn. She decided to use some of the materials and techniques at her school.

After observing improved performances of students at her school with the methods of SHIKHON Club, she instructed those methods to be implemented from first grade to the fourth grade. The School Management Committee also backed up her decision after seeing the results.



Joyful learning in SHIKHON Club



## Stepping stones of SHIKHON

Moslema woke up to a clear and blue sky. The Sun was bathing the whole village. Gosh it is hot! She saw a crow on the jagged branch of the mango tree. Mother would say that is a sign of good news.

Moslema did not get the good news till the afternoon. When the postman handed a letter in an official envelope of the government, anticipation made her feel funny in her stomach.

As she tore open the envelope carefully and glanced at the content of the letter, Moslema could not believe her own eyes for a moment. It is an appointment letter for the position of an Assistant Teacher at a Government Primary School!

The news spread over the village of Darkhore in Panchagar like wildfire. However, Moslema was feeling a tinge of sadness as well. She would now have to stop teaching at the SHIKHON School. She loves her students so much!

Those little angels, as she called them, would be very sad at the news. However, someone really nice would definitely replace her, she assured herself.

When Moslema's father returned from field in the evening, her heart pounded with joy to give him the news. When his father heard of the job, he felt it was too good to be true. Moslema actually had to show him the letter to make him believe.

Abdul Amin, who is a farmer himself, felt, for a moment, that he could not possibly contain such a joy. Then momentarily hugging Moslema, he burst in tears, his chest swelling with pride. His little girl would be a government school teacher.

Once supper was laid out on the verandah and everyone was excited about planning Moslema's future, she said to her father: "All of this happened because of my experience with SHIKHON school baba."

"How?" Amin inquired.

"All the questions that I answered in the interview, I would not have known them if it were not for the training course at SHIKHON. In fact, I would be applying the methods I learnt at SHIKHON in the new job."

Amin nodded approvingly.



Moslema with her students

## Never Too Late

The Union Parisad (UP) member said, “Go away, all of you who don’t know how to sign your own name! No one gets money without signature.”

Majlis Khatun hailed from Chagachar village under Chandanish upazila, already burdened with her old age, she became agitated at the UP member.

“I am a poor old woman, can’t even manage food for two times a day. And you wouldn’t give me the money? Eighty years have passed, never needed to sign; now, why do you need a signature?” Khatun asked vehemently.

The member yelled, “Ah, this is the rule of government now. Come here after you know how to sign. Only then you will get the money.”

Khatun started her walk back home mumbling in disbelief, “Is it the proper age to study?”

Shihab is her grandson, stays around her always. When Grandma tells him what happened, to her surprise, Shihab seemed very calm.

“You would be able to sign. Soon too. Don’t worry.” He said.

Grandma’ laughs. She looks very nice while laughing.

“Will you get me admitted to your SHIKHON School?” she asked.

“I have a good idea. Our teacher can help you.” He said excitedly.

“Wonderful!” could you take me to her?” she looked at him eagerly.

“Okay, I’ll.” he concluded.

They did not have to wait long. It was 8 September 2015, the International Literacy Day. SHIKHON School took an initiative to train groups of illiterate people. Shihab took his grandma by her hand to his teacher at SHIKHON School. Everyone in the class was surprised to see such an elderly woman amidst them. The teacher however was extremely happy to see her.

The instructor helped Majlis Khatun learn to sign her own name. She was a quick learner too, as she nailed the signature rather quickly.

After thanking the teacher, grandma took Shihab’s hand and headed out.

“How are you feeling grandma?” Shihab asked.

He noticed a teardrop rolling down her cheek. “I have not felt so good in a long time.” She replied.

There was a certain thing about her walk to the Union Parishad office the next day. It was time to get her old-age allowance.

“Why are you here again? You don’t know how to sign.” the member said dismissively.

“Do you have a pen?” she asked, looking directly into the eyes of the member.



## Bursts of Light

Nilufar Yasmin sat down under the mango tree, her feet ached, tired from all the walking.

She had to thank the shade, which offered at least a momentary shield from the searing Sun. She did not want to walk anymore today, the entire village was covered.

“How are you daughter?” Botu Kha, Nilufar’s friendly old neighbor had startled her by breaking the silence.

“I’m fine uncle. Where are you off to?”

“Oh just going to the bazaar,” Botu Kha paused to catch a breath, “You are sure to fail at this. Let it go. These damned rascals can never be given an education. Not possible.”

“Possible. These very children would learn how to read and write, and more!” Nilufar responded with strength.

“There’s always a right age for everything. You are just wasting your time,” Botu Kha jeered.

“I will prove it to you. It’s possible. They most certainly can,” Nilufar stood her ground.

Botu Kha never liked the idea of schooling the children to begin with. And he has his reasons. All of the children are above eight years of age. They are already too late to start! That too from the very beginning, he would have still seen a point had it been for higher level classes. And that was not all. They were to complete studies of each year in just eight months! And Nilufa who wants to teach them, has finished only up to her secondary school herself! His head hurt. He did not want to think about it anymore. But how could he not think about it? His own two grandchildren were going to school! Such a waste! They could have worked instead! Enraged, Botu Kha stepped on his way to Bazaar again.

Botu Kha was not the only one. Many others have been opposing Nilufar in the same way. But she was going to prove everyone wrong, Nilufar pursed her lips in determination.

Save the Children and Uropean Union had helped to set up the SHIKHON School at Godhara village in Natore. Nilufar had stepped up to the challenge and took 33 children under her wings. With her relentless passion and hard work, the children have been passing every grade rather convincingly.

Nilufar even visits her students after school to encourage them to do their homework. And it is not just their studies that she cared about, but also their creativity and sports.

48 months later, the children sat for their Primary Education Completion Exam (PECE). Botu Kha was sitting curiously under a mango tree in front of the exam hall.

“Will you pass the exam?” he asked the children incredulously at the gate.

“Certainly!” they echoed.

Botu Kha lost his temper. He sprang up and walked away, “I will see how certainly you fail,” he derided.

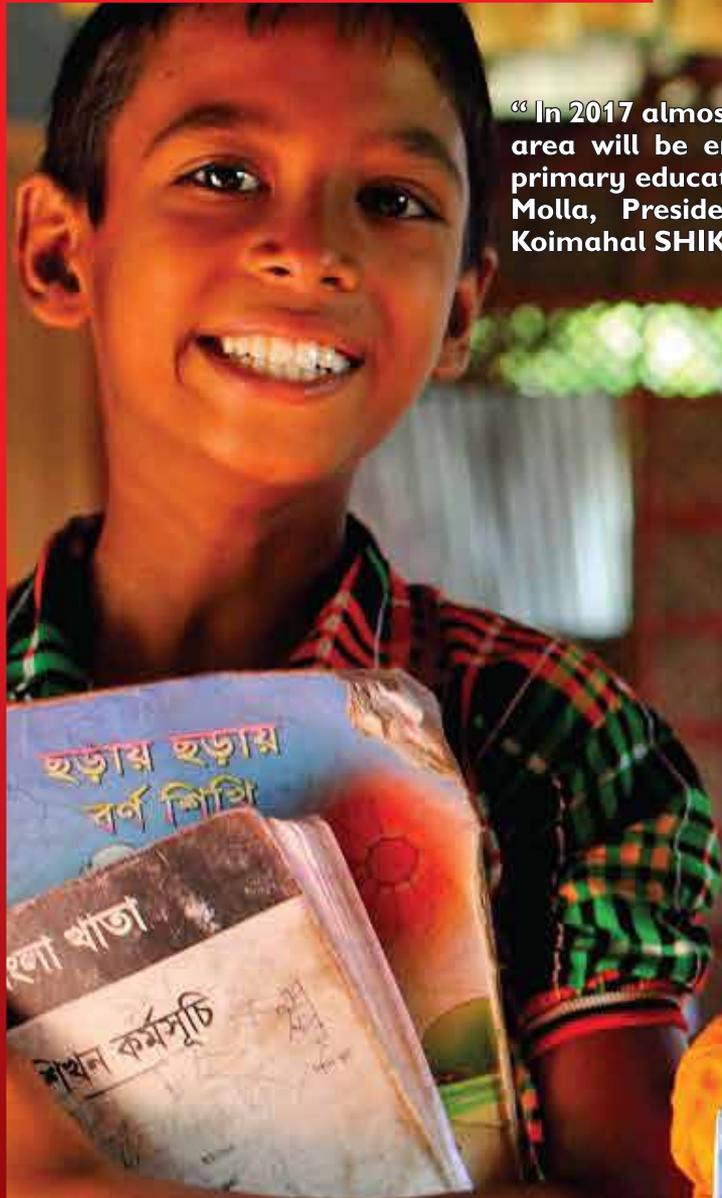
The results came out. The villagers did not know how to react. Every child got GPA 5! But, within moments, the joy hit them all.

Botu Kha arrived at Nilufar’s home with a box of sweets. “What you did dearie, is astounding!” he said while handing the box to Nilufar. She smiled brightly.

Botu Kha looked out through the window to the rickety hut that was being used by the SHIKHON School. That ramshackle little hut was bringing light into the village.



Enlighten Children of SHIKHON School



“ In 2017 almost 200 children of this Chalon bil (marshland) area will be enrolled in high school after completion of primary education. This is like a dream to us!” (Md. Goljar Molla, President of School Management Committee, Koimahal SHIKHON School, Chatmohar, Pabna).





Save the Children